দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .... পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬......

MAR 03 2003

চবি'র বাংলা ও ইংরেজী বিভাগ সেশনজটে জর্জরিত

দেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে -বিরাজমান সেশনজটের কথা কম-বেশী সকলেই অবগত আছেন। আর এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। চবি'র বাংলা ও ইংরেজি বিভাগ অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রায় দেড় বছর পিছিয়ে আছে। ২০০০-২০০১ ইং সেশনে ভর্তিকৃত কলা অনুষদের দর্শন, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ যেখানে ২০০৩ সালের মার্চে ২য় বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, সেখানে বাংলা ও ইংরেজী বিভাগ ১ম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, দায়িত্বে অবহেলা, পরীক্ষা কমিটির গড়িমসি-অবহেলাই এই সেশনজটের প্রধান কারণ। এই বিভাগদ্বয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অধিকাংশই 'ব্যক্তিগত' কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এমনও কিছু শিক্ষক আছেন যারা মাসের পর মাস ছুটিতে থাকেন। ফলে সেই শিক্ষকদের ক্লাসগুলোর পাঠ্যবিষয় অপঠিতই থেকে যায়। ইংরেজী বিভাগের কতিপয় শিক্ষক চট্টগ্রামের এআইইউবি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিচ্ছেন। সম্প্রতি এক শিক্ষক প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন দু'বছরের জন্য। শোনা যায় তিনি এই দু'বছর 'অফিসিয়াল লিভ' নিয়েছেন। এসব শিক্ষকের ক্রমবর্ধমান অবহেলা বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের সেশনজট প্রতিনিয়তই বাড়িয়ে তুলছে। এভাবে চলতে থাকলে ৪ বছর মেয়াদী শুধু অনার্স কোর্স কমপ্লিট করতেই ৭/৮ বছর লেগে যাবে। এসব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বাংলা বিভাগের ভুক্তভোগী এক ছাত্রের মুখ থেকে শোনা যায়– 'এ নরক থেকে মুক্তি পাব কবে?' বিভাগের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে– 'সময় এখানে খুব স্থির, তাই জীবন এখানে বড় অস্থির' টাইপের কবিতাংশ। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অচিরেই সেশনজট নামক করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে চায়।

❑ মাহমুদুল হাসান (মনি)
১৫১, সোহরাওয়ার্দী হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।